

ঈশ্বরীয় স্নেহের মহত্ব

আজ স্নেহের সাগর তাঁর নিজের স্নেহী চাতক বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। অনেক জন্ম ধরে এই প্রকৃত অবিনাশী ঈশ্বরীয় স্নেহের জন্য তারা তৃষিত হয়ে থেকেছে। বহু জন্মের পিয়াসী চাতক আত্মাদের এখন প্রকৃত স্নেহ, অবিনাশী স্নেহ অনুভব হচ্ছে। তোমরা বাচ্চারা ভক্ত আত্মা হয়ে থাকার কারণে ভিখারী হয়ে গেছ। এখন বাবা, ভিখারী থেকে স্নেহের সাগরের উত্তরাধিকারের অধিকারী বানাচ্ছেন। তোমাদের অনুভবের আধারে সবার হৃদয় থেকে নিজে থেকেই আওয়াজ বার হবে, ঈশ্বরীয় স্নেহ আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। সুতরাং, তোমরা ভিখারী থেকে অধিকারী হয়ে গেছ। বিশ্বে প্রত্যেক আত্মার জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিস স্নেহই। তাদের জীবনে স্নেহ না থাকলে তারা জীবনকে নীরস অনুভব করে। স্নেহ এতই শ্রেষ্ঠ জিনিস, যা আজকের সাধারণ লোক স্নেহকেই ভগবান বলে মনে করে। তারা বিশ্বাস করে, ভালোবাসাই পরমাত্মা, বা পরমাত্মাই ভালোবাসা।

সুতরাং স্নেহ এত শ্রেষ্ঠ, যতটা ভগবানকে শ্রেষ্ঠ বলে তারা বিশ্বাস করে। সেইজন্য ভগবানকে বলে স্নেহ বা ভালোবাসা। এইরকম কেন বলা হয়, তাদের কোন অনুভব নেই। তবুও পরমাত্মা-বাবা যখন এই সৃষ্টিতে এসেছেন, তখন সব বাচ্চাকে প্র্যাকটিক্যাল জীবনে সাকার স্বরূপ দ্বারা স্নেহ দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। আগে যদিও তোমাদের এই অনুভব ছিল না, কিন্তু এটা বুঝতে যে স্নেহই পরমাত্মা। অতএব, পরমাত্মা-বাবার প্রথম উপহার স্নেহ। স্নেহ তোমাদের ব্রাহ্মণ জন্ম দিয়েছে। স্নেহের পুষ্টিসাধনে তোমাদের সবাইকে ঈশ্বরীয় সেবার যোগ্য বানিয়েছে। স্নেহ সহজ যোগী, কর্মযোগী, স্বতঃযোগী বানিয়েছে। স্নেহ সীমিত পরিধির ত্যাগকে ভাগ্য বলে অনুভব করিয়েছে। এটা ত্যাগ নয়, বরং ভাগ্য। প্রকৃত সত্য এই অনুভব করিয়েছে, তাই না! এই স্নেহের আধারে যে কোনো ধরনের ঝড় বা বিপর্যয় ঈশ্বরীয় উপহার অনুভব হয়। স্নেহের আধারে কঠিনকে অতি সহজ অনুভব হয়। এই ঈশ্বরীয় স্নেহ অনেক সম্বন্ধে যুক্ত মনকে, অনেক টুকরো হয়ে যাওয়া মনকে একের সাথে জুড়ে দিয়েছে। এখন এক হৃদয় এক দিলারাম। হৃদয় টুকরো টুকরো নয়, স্নেহ বাবা সমান বানিয়ে দিয়েছে। সদা তাঁর সাহচর্য অনুভব হওয়ার কারণে স্নেহ তোমাদের সমর্থ বানিয়েছে। স্নেহ যুগের রূপান্তর ঘটিয়ে তোমাদের কলিযুগী থেকে সঙ্গমযুগী বানিয়েছে। স্নেহই দুঃখ-যন্ত্রণার দুনিয়াকে আনন্দ দেওয়া আর সুখানুভবের দুনিয়ায় রূপান্তরিত করেছে। এতটাই মহত্ব এই ঈশ্বরীয় স্নেহের। যে এই মহত্বকে জানে সে-ই মহান হয়ে যায়। তোমরা এমন মহান হয়েছ, তাই না! সবচাইতে সহজ পুরুষার্থ এটাই। স্নেহে সদা সমাহিত হয়ে থাক। লাভলীন আত্মা অর্থাৎ স্নেহে নিমজ্জিত আত্মা তাদের স্বপ্নেও মায়া দ্বারা প্রভাবিত হয় না কারণ লাভলীন (নিমজ্জমান) অবস্থা মায়াপ্রফ অবস্থা। তাহলে, স্নেহে ডুবে থাকা সহজ, নয় কি! স্নেহ সবাইকে মধুবন নিবাসী বানিয়েছে। স্নেহের কারণেই তো তোমরা এখানে পৌঁছেছ, তাই না? বাপদাদাও সব বাচ্চাকে বরদান দেন, "সদা স্নেহী ভব"। স্নেহ এমনই জাদু যে তুমি যা চাইবে সেটাই প্রাপ্ত করতে পারবে। যতই হোক, এটা একমাত্র হয় প্রকৃত স্নেহ থাকলে, হৃদয়ের স্নেহ দিয়ে, যারা সময়ানুসারে স্নেহী হয় সেই স্বার্থী স্নেহে নয়। সময় অনুযায়ী স্নেহী হয়ে ভাসা ভাসা ভাবে মিষ্টি বাবা, প্রিয় বাবা বলে দায়িত্ব পালনকারী তোমরা নও। নিরন্তর এই স্নেহে সমাহিত হয়ে আছ। এমন বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা সদা সুরক্ষিত ছত্রছায়া। যারা শুধু প্রয়োজনের সময় বা স্বার্থ উদ্দেশ্যে আমাকে স্মরণ করে, তারাও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী, তাদের স্নেহ অনুযায়ী রিটার্নে সহযোগ লাভ

করে । কিন্তু তাদের যোগ্যতা সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারে না । অতএব, সদা স্নেহ দ্বারা প্রাপ্তিস্বরূপ হওয়ার অনুভব করার জন্য প্রকৃত হৃদয়ে স্নেহী হও । বুঝেছ তোমরা !

বাপদাদা মধুবন ঘরের সব অলঙ্করণ বাচ্চাদের স্নেহের বিশেষ অভিনন্দন জানাচ্ছেন । প্রত্যেক বাচ্চা বাবার ঘরের বিশেষ অলঙ্করণ । তোমরা বাচ্চারাই মধুবনের এই অসীম ঘরের সৌন্দর্য । নিজেদের এইরকম মনে কর, তাই না ! দুনিয়ার লোকে খ্রিস্টমাস পালনের জন্য বহু জায়গায় যায় । আর এই বিশেষ বিদেশি বা ভারতের বাচ্চারা সুইট হোমে পৌঁছেছে, সুমহান বাবার সঙ্গে উদার মনে বড়দিন উদযাপন করার জন্য ।

এই বড়দিন বিশেষ দিন, যা বাবা আর দাদা উভয়ের স্মারকচিহ্নের প্রতীকী । এক, দাতারূপে শিববাবার প্রতীক আর দ্বিতীয়, বৃদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মাবাবার প্রতীক । কখনও যুবরূপ তারা দেখায় না । খ্রীসমাস ফাদারকে তারা বৃদ্ধ রূপেই দেখায় । আর দুটো রঙ অবশ্যই দেখাবে, সাদা আর লাল । সুতরাং এই প্রতীক বাবা আর দাদার উভয়ের । বাপদাদা ছোট বাচ্চাদের যা ইচ্ছা তাতে তাদের পরিপূর্ণ করে দেন । এই বিশেষ দিনে ছোট ছোট বাচ্চারা অতি স্নেহের সাথে নিজের মন পছন্দ জিনিস পাওয়ার জন্য খ্রীসমাস ফাদারকে বলে এবং সঙ্কল্প করে । তাদের এই নিশ্চয়ও থাকে যে তিনি তাদের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করবেন । সুতরাং, বাচ্চারা এই স্মারকচিহ্ন তোমাদেরও । তোমাদের পুরানো শূদ্র জীবনে যত বৃদ্ধি তোমরা হও না কেন, ব্রাহ্মণ জীবনে তোমরা ছোট বাচ্চাই । সুতরাং, তোমরা সব ছোট বাচ্চা যে শ্রেষ্ঠ কামনাই কর তা পূর্ণ তো হয়, তাই না ! সেইজন্য এই স্মরণচিহ্ন যারা লাস্ট ধর্মের তাদের মধ্যেও অব্যাহত রয়েছে । তোমরা সবাই সঙ্গমযুগের বড়দিনের অনেক অনেক উপহার বাপদাদার থেকে লাভ করেছ, তাই না ! এই বড়দিন উপহারের বিশেষ দিন । সুতরাং, বাপদাদা সবচাইতে বড় উপহার স্বরাজ্য আর স্বর্গরাজ্য দেন, যেখানে অপ্রাপ্ত বস্তু বলে কিছু থাকে না । তোমরা সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ হয়ে যাও । সুতরাং, যারা বড়দিন উদযাপন করে তারা হৃদয়বান । বিশ্বকে যারা দেয় তারাই তো হৃদয়বান হয়, তাই না ! সুতরাং সবাইকে উদারচিত্তে সঙ্গমযুগী বড় দিনের সর্বাপেক্ষা বড় বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন । সেই সব লোকে ১২ টার পরে উদযাপন করবে, সেক্ষেত্রে তোমরা প্রত্যেকে সকলের থেকে এগিয়ে । সুতরাং তোমরাই প্রথমে পালন করছ এবং দুনিয়ার লোকে পরে পালন করবে । ডবল বিদেশি আজ খুব উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্মরণের উপহার স্কুল এবং সূক্ষ্মরূপে বিশেষভাবে বাবাকে দিচ্ছে । বাপদাদাও সব ডবল বিদেশি বাচ্চাকে স্নেহের উপহারের রিটার্নে, "তোমরা সদা স্নেহী সাথী হবে, সদা স্নেহের সাগরে ডুবে লাভলীন স্থিতির অনুভব করবে", এইরকম বরদানে ভরা লক্ষ-কোটি স্মরণ আর অমর ভালোবাসা দিচ্ছেন । তোমরা সদা খুশিতে গাইতে এবং নাচতে থাকবে । মুখ সদা মিষ্টি থাকবে অর্থাৎ মুখে সদা মধুর-কোমল-নম্র ভাষা থাকবে । এইভাবে, ভারতের সব স্নেহী বাচ্চাকে "সহজ যোগী এবং স্বতঃযোগী হবে"- এই বরদানের বিশেষ স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন ।

দাতা এবং ভাগ্যবিধাতা বাপদাদা অবিনাশী স্নেহ সম্পন্ন সদা সমর্থ স্বরূপ দ্বারা সবকিছু সহজ অনুভব করার জন্য তোমরা সব বাচ্চাকে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন । সকলকে স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে :- সদা নিজেকে এই পুরানো দুনিয়ার আকর্ষণের উর্ধ্বে আর বাবার ঘনিষ্ঠ, এইরকম অনুভব কর ? তোমরা যতটা উর্ধ্বে হবে ততটাই নিজে থেকেই প্রিয় হবে । যদি তোমরা স্বতন্ত্র না হও, তবে প্রিয় হতে পারবে না । সুতরাং তোমরা পৃথক হয়েও প্রিয়, নাকি কোন না কোন আসক্তি

আছে । যখন তোমাদের কোন আসক্তি থাকে না, তখন বুদ্ধি নিজে থেকেই এক বাবার দিকে যাবে । অন্য কোথাও যেতে পারে না । সহজ আর নিরন্তর যোগীর স্থিতি অনুভব হবে । এখন সহজ যোগী হবে না তো কবে হবে ? এত সহজ প্রাপ্তি, সত্যযুগেও এখনকার প্রাপ্তির ফল লাভ কর । সুতরাং, এই সময়ে সহজ যোগী আর সদাকালের রাজ্যভাগ্যের অধিকারী সহজযোগী বাচ্চারা সদা বাবার কাছাকাছি থাকে । সুতরাং, নিজেকে বাবার কাছাকাছি, তাঁর সাথে থাকার অনুভব কর তোমরা ? যারা সাথে থাকে, তাঁর সাহচর্য সদা তাদের সঙ্গে থাকে । যদি তাঁর সাথে না থাক, তার সাহচর্য অনুভব করতে পারবে না । এখন, তোমরা যখন বাবার সাহচর্য লাভ করেছ, তখন কোনও বিঘ্ন আসতে পারে না । যেখানে সর্বশক্তিমান বাবা সহায় হন, তখন মায়া নিজেই তোমাদের থেকে সরে যায় । শক্তিশালীর সামনে দুর্বল কি করবে ! সরেই তো যাবে, তাই না ! একইভাবে মায়াও সরে যাবে, কোনরকম প্রতিরোধ করবে না । তাহলে, সবাই তোমরা মায়াজিৎ ? বিভিন্নরকমভাবে, নতুন নতুন রূপে মায়া আসে, কিন্তু নলেজফুল আত্মারা মায়ার ভয়ে ভীত হয় না । তারা মায়ার সবরকম রূপ জেনে তার থেকে সরে আসে । যখন মায়াজিৎ হয়ে গেছ তখন কেউ কখনো তোমাদের নাড়াতে পারবে না । যে যতই চেষ্টা করুক কিন্তু তোমরা বিন্দুমাত্র কম্পিত হয়ো না ।

অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত বাবা আর সেবা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর সাথে মনকে যুক্ত হতে দিও না । তোমরা বাবাকে খুঁজে পেয়েছ এবং সেবাধারী হয়েছ, কারণ তোমরা যা পেয়েছ, সেটা যত বিতরণ করবে ততই বাড়বে । এক দাও আর লক্ষ-কোটি লাভ কর । এটাই স্বরণে রাখ যে, তোমরাই সর্ব ভাণ্ডারের মালিক, ভাণ্ডার পরিপূর্ণ । যাঁকে দুনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমরা তাঁর বাচ্চা হয়েছ । দুঃখের দুনিয়া থেকে সরে গিয়ে সুখের সাগরে পৌঁছে গেছ । সুতরাং সদা সুখের সাগরে তরঙ্গিত হয়ে সবাইকে সুখের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ কর । আচ্ছা !

বাচ্চাই করা অব্যক্ত মহাবাক্য
ব্রাহ্মণ জীবনে সত্যতা রূপী কালচারকে আপন কর

ব্রাহ্মণ পরিবারের এক নম্বর কালচার হলো - সত্যতা । সুতরাং, সকলের চেহায়ায় এবং আচরণে এই ব্রাহ্মণ কালচার প্রত্যক্ষ হতে দাও । সব ব্রাহ্মণকে স্মিতহাস্যে সকলের সম্পর্কে আসতে হবে । যে যেমনই হোক না কেন তোমরা তোমাদের এই ব্রাহ্মণ কালচার ছেড়ে দিও না । এখন নিজেদের জীবনে নতুন সত্যতার সংস্কার প্রত্যক্ষ করাও । কম বলো, ধীরে বলো আর মধুরতার সাথে বলো । যদি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রোধ বা বিরক্তি-জ্বালা উপস্থিত হয়, তবে মনকে বলো, "মিষ্টি বাবা" , তখন এক্সট্রা সহায়তা তোমরা লাভ করবে । অন্তর্মুখ থেকে যদি শুভ ভাব আর প্রেম ভাব ইমার্জ করো, তবে মহাশত্রু ক্রোধের ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে ।

কোনো কোনো বাচ্চা আজকাল এক বিশেষ ভাষা ইউজ করে, তারা বলে যে কোনরকম অসত্য দেখা বা শোনা তাদের সহ্য হয় না । সেইজন্য যখন তারা কিছু অসত্য দেখে বা শোনে, তারা প্রবল শক্তিতাড়িত হয় । কিন্তু যদি অন্যে অসত্য হয় এবং অসত্য দেখে তুমি শক্তিতাড়িত হও, তবে সেই শক্তিও তো অসত্য, তাই না ! যেকোন ধরনের অসত্যতা সমাপ্ত করতে নিজের মধ্যে সত্যতার শক্তি ধারণ কর । সত্যতার নিদর্শন হলো সত্যতা । যখন তুমি সত্য এবং যখন তোমার মধ্যে সত্যতার শক্তি আছে তখন সত্যতা কখনও ছেড়োনা, সত্যতাকে তোমার প্রমাণ করতেই হবে, কিন্তু সত্যতাপূর্বক । যদি সত্যতা ছেড়ে অভব্য আচরণের দ্বারা কোনও সত্যকে প্রমাণ করতে চাও তবে সেই সত্য

প্রমাণ করতে পারবে না। অসত্যতার নিদর্শন হলো জিদ আর সত্যতার নিদর্শন হলো নম্রতা। যারা সত্যতাকে প্রমাণ করে তারা সদাসর্বদা নিজেরা নিরহঙ্কারী হয়ে সত্যতাপূর্বক ব্যবহার করবে। জোর করে যদি কেউ সত্যকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে তখন তার মধ্যে অবশ্যই কিছু না কিছু অসত্য ভরা থাকবে। কোনো কোনো বাচ্চার ভাষাই হয়ে গেছে- আমি সম্পূর্ণ সত্যি বলি, শতকরা একশ' ভাগ সত্য। কিন্তু সত্যকে প্রমাণ করার আবশ্যিকতা নেই। সত্য সূর্যের মতো, যা লুকিয়ে থাকতে পারে না। সত্যের সমুখে যে যতই পর্দার আড়াল দিক কিন্তু সত্যের প্রকাশ কখনও লুকিয়ে রাখা যাবে না। সত্যতাপূর্বক বোল, সত্যতাপূর্বক আচার-আচরণই সফলতা নিয়ে আসে।

যদি তোমরা কোনো অসত্য কিছু দেখ বা শোন, তবুও অসত্য বায়ুমন্ডল বিস্তৃত ক'রনা। অনেকে বলে, এটা তো পাপকর্ম, কেউ এই পাপকর্ম করছে তা' আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু বায়ুমন্ডলে অসত্য কোনকিছু ছড়িয়ে দেওয়া, এটাও তো পাপ! লৌকিক পরিবারেও যদি এমন কোন ব্যাপার দেখ বা শোন, তবে সেটা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। কানে শুনে মনে লুকিয়ে রাখবে। যদি কোন ব্যর্থ বিষয় চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে থাক, তবে সেটাও পাপের অংশ। এইরকম ছোট ছোট পাপ উড়তি কলার অনুভব সমাপ্ত করে দেয়, সেইজন্য কর্মের গহন গতি বুঝে সত্যতাপূর্বক আচরণ কর। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা অতীব রয়্যাল। তোমাদের চেহারা আর আচরণ, উভয় থেকেই যেন অন্যেরা তোমাদের সত্যতা এবং সত্যতা অনুভব করে। এমনিতেও রয়্যাল আত্মাদের সত্যতার দেবী বলা হয়। তাঁদের বলা, দেখা, চলা, আহার, ওঠা-বসা, সব কর্মে তাঁদের সত্যতা সত্যতা নিজে থেকেই প্রত্যক্ষ হয়। এমন হতে দিও না যে তুমি সত্য প্রমাণ করছ আর সত্যতা ব'লে কিছুই নেই। সুতরাং, এটা রাইট (ঠিক) নয়। কোন কোন বাচ্চা বলে, সাধারণত: আমি ফ্রুদ্ধ হই না, কিন্তু যখন কেউ সত্যের অপলাপ করে অর্থাৎ মিথ্যা বলে তখন ক্রোধ এসে যায়। সে মিথ্যা বলল আর তুমি ফ্রুদ্ধ হয়ে বললে, তাহলে তোমাদের মধ্যে রাইট কে? কেউ কেউ আবার খুব চাতুর্যের সাথে বলে, তারা ক্রোধ করে না, তাদের গলার আওয়াজ খুব উঁচু স্বরের, তীক্ষ্ণ। কিন্তু যখন সায়েন্সের সাধন দ্বারা আওয়াজ কম বা বেশি করতে পার, তখন সাইলেন্সের পাওয়ার দিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করা যায় না? ক্রোধ যেমন অস্ত্রানের শক্তি, ঠিক একইভাবে জ্ঞানের শক্তি শান্তি, সহন শক্তি। তোমরা অস্ত্রানের শক্তি ক্রোধকে খুব ভালোভাবে সংস্কার বানিয়ে নিয়েছ আর ইউজও করে যাচ্ছ, তারপরে ক্ষমার জন্যেও বলা। একইভাবে, এখন সকল গুণ এবং জ্ঞানের সকল নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে তোমাদের সংস্কার বানাও, তখন সত্যতার নিরন্তর বিকাশ ঘটবে।

কেউ কেউ মনে করে, হয়তো ক্রোধ কোনও বিকার নয়, তারা ভাবে এটা অস্ত্র, বিকার নয়। যাই হোক, ক্রোধ জ্ঞানদীপ্ত আত্মাদের জন্য মহাশত্রু, কারণ যখন তোমরা অনেক আত্মাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধে আস, ক্রোধ প্রকাশ পায় আর যখন তোমাদের ক্রোধ প্রকাশিত হয় বাবার নাম খুব অসম্মানিত হয়। যারা পরচর্চা করে তারা এটাই বলে, দেখে নিয়েছি জ্ঞানী তু আত্মাদের তথা বাচ্চাদের! অতএব, ক্রোধের অংশমাত্রকেও সমাপ্ত কর। অন্যদের সাথে খুব সত্যতাপূর্বক আচরণ কর।

বরদান:- ডিরেক্ট পরমাত্ম লাইটের কানেকশন দ্বারা অন্ধকার দূর করে লাইট হাউজ ভব
তোমরা সব বাচ্চার কাছে ডিরেক্ট পরমাত্ম-লাইটের কানেকশন আছে। শুধু স্বমানের স্মৃতির সুইচ ডিরেক্টলি লাইন থেকে অন করলে লাইট তো এসে যাবে এবং সূর্যের তেজোময় আলোকে কালো মেঘ

যতই নিষ্প্রদীপ করার চেষ্টা করুক, সেই কালোমেঘও অদৃশ্য হয়ে যাবে । এইভাবে, তোমরা নিজেরা তো লাইটে থাকবেই কিন্তু অন্যদের জন্যেও তোমরা লাইটহাউজ হয়ে যাবে ।

স্লোগান:- নিজদের পুরুষার্থে ঐকান্তিক চেষ্টা থাকলে, তবেই তোমাদের ভাইব্রেশন দ্বারা অন্যদের মায়া সহজে পলায়ন করবে ।